মেহেরপুরে ভিডিপি সদস্যদের উদ্যোগে বন্যার্তদের তহবিল সংগ্রহ

বিপদে পাশে থাকুন বন্যার্ত মানুষের পাশে দাড়ান, এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমদাহ ইউনিয়ন দলনেতা আরিফ হাসান রাজুর উদ্যোগে বন্যার্তদের তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে।

আজ শনিবার (২৪ আগষ্ট ) বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ গ্রামে এই তহবিল সংগ্রহ করেন।

এসময় আমদাহ ইউনিয়ন দলনেতা আরিফ হাসান রাজু বলেন,দেশের ১০ জেলায় বন্যায় ৫০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এসব জেলার অনেক মানুষ খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির অভাবে ভীষণ কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। বন্যাদুর্গত এসব মানুষকে সহায়তা করার জন্য পথে পথে টাকা তুলছেন মেহেরপুরের আনসার সতস্যরা।

এসময় তিনি আরও বলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা জনগণকে সতর্কতার সহিত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে উদ্বুদ্ধ করছে। ভূমি বা পাহাড় ধসের হাত থেকে বাঁচতে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যেতে মাইকিং করছে। বন্যা প্লাবিত এলাকা থেকে মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে সহায়তা করছে। সবাইকে বন্যা মোকাবিলায় অকৃত্রিমভাবে কাজ করতে নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে ।

এসময় অন্যদের ভিতরে উপস্থিত ছিলেন, ভিডিপির সদস্য, মুরাদ, আনোয়ার, রাফি, সুমন, আশরাফসহ মহাজনপুর ইউনিয়ন দলনেতা শেফাউল ইসলাম প্রমুখ।

আনসারদের দাবির মুখে যে

সিদ্ধান্ত নিল সরকার

আপাতত সাধারণ আনসার হিসেবে নতুন কোনো নিয়োগ দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে সব সাধারণ আনসার সদস্যকে স্ব স্ব কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে কাজে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া উস্কানিদাতা বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সরকার আইনি ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবে না।

শনিবার (২৪ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, সাধারণ আনসারদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টা অবহিত হয়েছেন। সাধারণ আনসার কর্তৃক উত্থাপিত দাবি-দাওয়াসমূহ সরকার গভীর মনোযোগ ও সহানুভূতির সঙ্গে পর্যালোচনা করেছে। প্রাথমিকভাবে কিছু দাবি যৌক্তিক প্রতীয়মান হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

যেমন সাধারণ আনসারদের ৩ বছর চাকরিকালের পর যে বিশ্রাম দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে বিশ্রাম না দিয়ে চাকরি অব্যাহত রাখার বিষয়টি পরীক্ষা করা হবে। আপাতত সাধারণ আনসার হিসেবে নতুন কোনো নিয়োগ দেওয়া হবে না।
সাধারণ আনসারদের প্রতিনিধিসহ আনসার ও ভিডিপির মহাপরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি সাধারণ আনসার কর্তৃক উত্থাপিত সব দাবি পর্যালোচনা করে যৌক্তিক সুপারিশ প্রণয়ন করে ৭ কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দেবে।

এছাড়া আনসার ভিডিপি একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী।

ঐতিহ্যবাহী এ সুশৃঙ্খল বাহিনীর সুনাম ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো কাজ কারও করা উচিত হবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে সব সাধারণ আনসার সদস্যকে স্ব স্ব কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে কাজে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ আনসারদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য সমাধান পাওয়া যাবে বলে মনে করছে সরকার।
মুষ্টিমেয় কয়েকজন উসকানি এই সুশৃঙ্খল বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। সরকার প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবির অভিযানে ৪৫টি ভারতীয় অবৈধ মোবাইল ফোন উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবি যৌথ অভিযান চালিয়ে বড়বাজারের একটি ফ্লাক্সিলোডের দোকান থেকে ৪৫টি ভারতীয় অবৈধ মাবাইল ফোন উদ্ধার করেছে।

আজ শুক্রবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১১টায় এ অবৈধ মোবাইল ফোন সেট গুলো উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি গতকাল বিকাল ৩টার দিকে মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে সংবাদকর্মীদের জানান, চুয়াডাঙ্গা শ্যাকরাতলা পাড়ার মরহুম আনোয়ার হোসনের ছেলে ফ্লাক্সিলোডের দোকানদার রাশেদ ভারত থেকে অবৈধভাবে মোবাইল ফোন সেট গুলো চোরাই পথে নিয়ে আসে। গোপনে তার প্রতিষ্ঠানে যৌথ অভিযান করার আগেই রাশেদ পালিয়ে যায়। ওই দোকান থেকে উদ্ধার করা হয় ৪৫ টি দামি মোবাইল ফোন সেটগুলো জব্দ করে চুয়াডাঙ্গার সদর থানায় জমা দিয়ে পলাতক রাশেদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বিজিবি।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের

অভিযানে দুই মাদক কারবারীর জেল জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আলমডাঙ্গায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দুই মাদক কারবারীকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জেল জরিমানা করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টার দিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার ভূমির নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আলমডাঙ্গার সহকারি কমিশনার ভূমি আশিষ কুমার বসু ও চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খানের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা থানাধীন বিভিন্ন এলাকার নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। অভিযানে আলমডাঙ্গার রেল স্টেশন পাড়ার আখতার আলীর স্ত্রী হাসি খাতুনের নিকট থেকে ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারে হাসি খাতুনকে ৪ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান ও ৫শ’ টাকা অর্থ দন্ড প্রদান করা হয়। একই সময়ে স্টেশন পাড়ার আফহাল উদ্দিনের ছেলে সামাদ আলী (৩৫)’র বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারের সামাদ আলীকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১শ’ টাকা অর্থদন্ড প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় স্টাফবৃন্দ। দন্ডপ্রাপ্ত দুই আসামীকে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রি,

কোটচাঁদপুর মডেল থানায় পৃথক দুইটি মামলা

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর মডেল থানায় পৃথক দুইটি মামলা করেছেন, দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন। তবে মামলা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

জানা যায়,কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের ভোমরা ডাঙ্গা – চুয়াডাঙ্গা বাজারের পাশে হারুন অর রশিদের পুকুর ও সোয়াদি গ্রামের আনিসুর রহমানের পুকুর থেকে মাটি ব্যবসায়িরা দীর্ঘদিন ধরে মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল।বিষয়টি নিয়ে তাদেরকে বেশ কয়েক বার সর্তক করেন সংশ্লিষ্টরা। এরপরও তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছিল।

এ কারনে গেল ২১ জুলাই পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানায় পৃথক দুইটি এজাহার করেন,দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন।

ওই মামলায় আসামি করা হয়েছে,তেঘরি গ্রামের পুকুর মালিক হারুন অর রশিদ,মাটি কাটার সহযোগী আব্দুর রহিম, শাহিন হোসেন, সাইফুল ইসলাম, কায়দার আলী, আব্দার আলী, সোয়াদি গ্রামের পুকুর মালিক আনিসুন রহমান, সহযোগী পারভেজ হোসেন ও মনা বিশ্বাস।

এদিকে থানায় এজাহার করার ১৪ দিন পর মামলাটি নথিভূক্ত হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুরের দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন,উপজেলার ভোমরা ডাঙ্গা – চুয়াডাঙ্গা ও সোয়াদি গ্রামের পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছিলেন ওই এলাকার প্রভাশালী মাটি ব্যবসায়িরা।

এ ব্যাপারে তাদেরকে সর্তক করা হলেও তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল।

এরপর উপজেলা নির্বাহী স্যারের নির্দেশে গেল ২১ জুলাই কোটচাঁদপুর

থানায় পৃথক দুইটি এজাহার করা হয়। এদিকে এজাহার করার ১৪ দিন পর মামলা নথিভুক্ত করা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে এমন অভিযোগ ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তার।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোছাঃ শারমিন আক্তার বলেন,মামলা হওয়ার পর দেশের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায়। এ কারনে মামলা নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয়নি। তবে এখন মামলাটি নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে বলেন, মাটি কাটার বিষয়টি নিয়ে থানায় সংশ্লিষ্ট নায়েব এজাহার করেছেন। আপনারা ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন।

মুজিবনগরে উপজেলা ও পুলিশ প্রশাসনের গীর্জা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গীর্জা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল আলম।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে তারা উপজেলার ভবেরপাড়া গীর্জা, এতিমখানা, বল্লভপুর গীর্জা, বল্লভপুর মিশন হাসপাতাল এবং এতিমখানা পরিদর্শন করেন।

এ সময় তারা ভবরপাড়া গীর্জার ফাদার আলবিনো সরকার, সিষ্টার মালোতি মালো এবং বল্লভপুর গীর্জার ফাদার রেভা: মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, হাসপাতালের এডমিন আলফ্রেড বিনিময় বিশ্বাস এবং সিস্টার জিলিয়ান এম রোজসহ কর্মকর্তাদের সাথে গীর্জার ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

এ সময় মুজিবনগর নির্বাহী অফিসার তাদেরকে বলেন, দেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল সংখ্যালঘুর ধোয়া তুলে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির পায়তারা করছে। আপনারা এই সমস্ত প্রোপাগান্ডা বিশ্বাস করবেন না স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যালঘু বলে কিছু নেই। আমাদের একটাই পরিচয় আমরা বাংলাদেশী। এই বাংলাদেশে সবার অধিকার সমান। আপনারা নিশ্চিত মনে থাকবেন আপনাদের পাশে আমরা আছি।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ বলেন, যারা সংখ্যালঘু ধোয়া তুলে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে তারা কখনোই এই দেশকে ভালোবাসে না। এই দেশে আমার যতটুকু অধিকার আপনাদের ততটুকু অধিকার। এই বাংলাদেশে ধর্ম যার যার বাংলাদেশ সবার। সংখ্যালঘুর ধোয়া তুলে কেউ যদি পরিবেশ অস্থিতিশীল করতে চাই সে যেই হোক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি হুশিয়ারি দেন।

তিনি আরো বলেন, আপনারা নিশ্চিত মনে থাকবেন কারণ আপনারা বাংলাদেশের নাগরিক এই দেশের সন্তান আপনাদের উদ্যোগের কোন কারণ নেই।বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী আপনাদের পাশে আছে এবং থাকবে যে কোন প্রয়োজনে আপনারা আমার কাছে ফোন দিবেন সঙ্গে সঙ্গে আমার পুলিশ বাহিনী আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান, তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ বিক্রি ও কৃষকের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন বাজার মনিটরিংয়ের সময় ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ২৪ হাজার টাকা জরিমানা

করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

অভিযান চলাকালীন সময়ে সজল আহম্মেদ বলেন, আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বুধবার দুপুরে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে আড়ত, সবজি, ডিম ও বীজ দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

তদারকিকালে মেসার্স শফিউল স্টোরে পূর্বে সতর্ক করা স্বত্বেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শফিউল হককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় দুই হাজার টাকা এবং ছলেমান স্টোর নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক বিপ্লব মিয়াকে একই অপরাধ ও ধারায় দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পরবর্তীতে মেসার্স মা-মণি বীজ ভান্ডার নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে প্রচুর মেয়াদোত্তীর্ণ শাক-সবজি ও ফলের বীজ জব্দ করা হয়। মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ বিক্রি ও কৃষকের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির মালিক লাল্টু মিয়াকে ৫১ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় জব্দকৃত মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ জনসম্মুখে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

এ সময় সবজি বাজার, মুদি দোকান, আলু পেঁয়াজের আড়তসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয় বলে জানান তিনি। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান সজল আহম্মেদ।

চুয়াডাঙ্গায় বিদেশী পিস্তল ৪ রাউন্ড গুলি ও টাকাসহ মাদক কারবারী আটক

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরর সদস্যরা অভিযান চালিয়ে ১টি বিদেশী পিস্তল ও গুলি, দেশী বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র এবং ১১ লাখ নগদ টাকাসহ ১ জন মাদক কারবারীকে আটক করেছে।

আজ বুধবার (২১ আগস্ট) বেলা ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা শহরের বাগানপাড়ায় প্রবাসী ফারুক আজমের বাড়ীতে এ অভিযান করা হয়।
আটকৃত মাদককারবারী হাবিবুর রহমান রাজিব চুয়াডাঙ্গা শহরের মুক্তিপাড়ার (ভি.জে.সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের পিছনের) মরহুম আব্দুল হান্নানের ছেলে।
চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরর পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান জানান, ইয়াবা কেনাবেচা হচ্ছে এমন গোপন সংবাদ পেয়ে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বাগানপাড়ার কানাডা প্রবাসী ফারুক আজমের বাড়ীর দ্বিতীয় তলার ভাড়াটিয়া রাজিবের ভাড়া বাসায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় তার ঘরের আলমারী তল্লাশী করে ১টি নাইন এম এম পিস্তল, ১টি ম্যাগজিন, ৪ রাউন্ড গুলি ও নগদ ১১ লাখ টাকা পাওয়া যায়। এ সময় ভাড়াটিয়া রাজিবকে আটক করা হয়।
আটকৃত রাজিবর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

মুজিবনগর প্রেসক্লাবের

সদস্যদের সাথে ওসির আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে আলোচনা

গত ৫ আগষ্ট ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শেখ হাসিনার পতনের পর মুজিবনগরে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল আলমের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ।

আজ বুধবার দুপুরে মুজিবনগর থানার ওসির অফিস কক্ষে উপজেলার আইনশৃঙ্খলা সহ সার্বিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করা হয়।

এ সময় দি টিচার প্রতিনিধি সাংবাদিক মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, দৈনিক সংগ্রাম এর প্রতিনিধি খায়রুল বাসার,ভোরের কাগজ প্রতিনিধি হাসান মুস্তাফিজুর রহমান,দৈনিক মাথাভাঙ্গা প্রতিনিধি শেখ শফি,জবাবদিহি প্রতিনিধি শাকিল রেজা,নিউজ ২৪ প্রতিনিধি ডালিম সানোয়ার,ইনক্লাব প্রতিনিধি এসএম ফিরোজুর রহমান বিজয়,সময়ের সমীকরন প্রতিনিধি সোহাগ মন্ডল,বাংলা ইনডিপেনডেন্ট প্রতিনিধি জাহিদ হাসান, আকাশ খবর প্রতিনিধি রেজাউল করিম উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের সৌজন্যে সাক্ষাৎ এ আইনসৃঙ্খলা বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম বলেন, মুজিবনগরের মানুষ খুবই সুশীল এবং মার্জিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ৫ ই আগস্ট পরবর্তী অনেক বড় বড় সহিংস ঘটনা ঘটলেও মুজিবনগরে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তেমন বড় ধরনের কোন রকমের প্রাণহানিকর অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এজন্য তিনি মুজিবনগর এর সকল মানুষকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

তিনি আরো বলেন বর্তমানে মুজিবনগর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ সকল পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। পুলিশ এলাকায় নিয়মিত টহল অব্যাহত রেখেছে।

এসময় উপজেলাকে সন্ত্রাস, মাদক মুক্ত করতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা চান তিনি।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীসহ ১৬৬ জনের নামে করা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন

মেহেরপুরে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন মামলার বাদি হাসনাত জামান।

মামলাটিতে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার স্ত্রী মোনালিসা, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল সহ ১৬৬ জনকে আসামি করা হয়েছিল। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসিকে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

বুধবার ২১ আগষ্ট দুপুরে মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের স্পেশাল ট্রাইবুনালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনাত জামান মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেন।

আদালত সুত্রে জানা গেছে, প্রকৃত আসামীদের বাদ পড়ে যাওয়া এবং নিরপরাধ ব্যাক্তিদের নাম আসামি তালিকায় ভুলক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে দায়েরকৃত মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন করা হয়েছিলো। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারক এবং মেহেরপুর

জেলা ও দায়রা জজ মন্জুরুল ইমাম বাদী ও আইনজীবীর বক্তব্য শোনেন। অতঃপর মেহেরপুর সদর থানার ওসি সেখ কনি মিয়াকে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার বাদি হাসনাত জামান বলেন, ‘আমরা চাই না কোন নিরপরাধ ব্যক্তি হয়রানির শিকার হোক। এজন্য প্রকৃত আসামীদের বাদ পড়ে যাওয়া এবং নিরপরাধ ব্যাক্তিদের নাম আসামি তালিকায় ভুলক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেছি।’

মেহেরপুর জেলা বারের সভাপতি ও বাদি পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, ‘বাদি স্পেশাল ট্রাইবুনালে ১৬৬ জনের নামে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে একটি মামলা করেছিলো। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মঞ্জুরুল ইমাম সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং মেহেরপুর সদরন থানা মামলাটি এফআইআর ভূক্ত করে প্রতিবেদন দিয়েছিলো। আজ বাদি আসামি তালিকায় ভূল হয়েছে জানিয়ে স্পেশাল ট্রাইবুনাল, মেহেরপুরে ১/২০২৪ নম্বর মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন করে।আমি বাদির পক্ষের আইনজীবী হিসেবে আদালতে বাদিকে সহযোগিতা করেছি মাত্র।

উল্লেখ্য, মেহেরপুরে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলসহ ১৬৬ জন নামিয় এবং অজ্ঞাত আরও ১০০ জনে বিরুদ্ধে সোমবার (১৯ আগস্ট) মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের স্পেশাল ট্রাইবুনালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনাত জামান বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেছিলেন।